গাংনীতে জামায়াতের অফিসের নিচে ব্যাগ দেখে বোমা আতঙ্ক, ভেতরে মিলল গমের ময়দা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ের নিচে একটি ব্যাগ পড়ে থাকাকে কেন্দ্র করে বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাগটি খুলে গমের ময়দা দেখতে পায়।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১ টার দিকে উপজেলা শহরের আসাদ মার্কেটের নিচে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, শহরের আসাদ মার্কেটের নিচে একটি প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগ দেখতে পায় স্থানীয়রা। মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় রয়েছে। ব্যাগের ভেতরে বোমাসদৃশ কোনো বস্তু থাকতে পারে এমন আশঙ্কায় তারা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগটি দেখতে পান। পরে ব্যাগ খুলে দেখা যায় ভেতরে কোনো বোমা বা বিস্ফোরক নয়, ছিল গমের ময়দা। এতে স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

পুলিশ ব্যাগ খোলার পর জানা গেছে মার্কেটের পেছনের একটি বাড়ির এক নারী ব্যাগটি সেখানে রেখে বাড়ির ভেতরে চলে যান। পরে তিনি এসে জানান, ব্যাগটি তিনিই সেখানে রেখে গিয়েছিলেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এক বৃদ্ধ নারী ব্যাগটি সেখানে রেখে বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। পরে পুলিশ ব্যাগটি খুলে দেখে এতে গমের ময়দা রয়েছে।

গাংনীতে অবৈধভাবে সার পাচারের চেষ্টা, ১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের যুগিন্দা বাজারে অবৈধভাবে সার পাচারের সময় ২০ বস্তা সারসহ একটি অটোভ্যান আটক করেছে স্থানীয়রা।

বৃহস্পতিবার সকালে ধানখোলা বাজার থেকে আজান যাওয়ার পথে যুগিন্দা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি গাংনী উপজেলায় সারের সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সার না পেয়ে অনেক কৃষককে খোলা বাজার থেকে বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে। এ অবস্থায় সার পাচারের খবর পেয়ে স্থানীয়রা যুগিন্দা বাজারে একটি অটোভ্যান আটক করে উপজেলা প্রশাসনকে খবর দেন।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় অবৈধভাবে সার পরিবহনের অভিযোগে অটোভ্যানচালক শাহাবুল ইসলামকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা আরাফাত মিয়া আটক করা ২০ বস্তা সার সরকারি নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক, জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ আটক তরিকুল ইসলাম (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে দুপুরে কসবা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত তরিকুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নিজ বাড়িতে মাদক রেখে কেনাবেচা করা হচ্ছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তরিকুল ইসলামকে আটক করে। শরীর তল্লাশী করা হলে তার কাছ থেকে ৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় তরিকুল ইসলামকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গাংনীতে বিএনপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামে বিএনপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকাল ৮ টায় উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেনের বাড়ির পাশ থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমার সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।

আবুল হোসেন জানিয়েছেন, কে বা কারা রাতের আঁধারে তার বাড়ির পাশে লাল টিপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সদৃশ বস্তু রেখে যায়।

সকালে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়া হলে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, বোমা সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করা হয়েছে আর এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত কি কারনে রাখা হয়েছে এগুলি তদন্ত করা হচ্ছে।

গাংনীতে বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনীতে পৌর ও উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন মরহুম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বাদ আসর উপজেলা ও পৌর বিএনপি কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলাম, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমত আরা, সাবেক কাউন্সিলর নাসিরুদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ আলী, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন এবং গাংনী ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম।

এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেন, দলের দুঃসময়ে প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে

হত্যা করার পর খালেদা জিয়া একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে দেশের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দলের ও দেশের কঠিন সময়ে তিনি দলকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং দেশের বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় কাজ করেছেন।

তিনি দলের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির সমালোচনা করে তিনি নেতাকর্মীদের বিভিন্ন অপপ্রচারের বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন।

গাংনীতে রাতের আঁধারে তিন বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনীতে রাতের আঁধারে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা।

শনিবার (১৫ আগস্ট) সকালে মাঠে গিয়ে কলাগাছ কাটা অবস্থায় দেখতে পান জমির মালিকরা। পরে স্থানীয়দের ও পুলিশকে বিষয়টি জানান ভুক্তভোগীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মাঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরগোয়াল গ্রামের কৃষক আব্দুল গনি, মাহফুজ, জিল্লুর, পল্টু মিয়া, আলফাজ ও রিপনের প্রায় তিন বিঘা জমিতে কলার চাষ করা হয়েছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ জমি বর্গা নিয়ে চাষ করা হয়। শুক্রবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা ওই জমিতে প্রবেশ করে প্রতিটি কলাগাছ কেটে দুই খণ্ড করে দেয়। সকালে বিষয়টি

জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, ধারদেনা করে ও শ্রম দিয়ে তারা কলার বাগান তৈরি করেছিলেন। গাছগুলোতে ফলন আসার সময় এমন ঘটনা ঘটায় তারা আর্থিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তারা জানেন না। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

একই এলাকার সোহেল বলেন, “গত তিন বছরে কৃষকের কষ্টে উৎপাদিত ফসল নষ্টের ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। অপরাধীরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় এমন ঘৃণ্য কাজ প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। এসব অপরাধী আইনের আওতায় না আসা পর্যন্ত কৃষকের ফসল মাঠে নিরাপদ নয়।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ চৌধুরী জানান, চরগোয়াল গ্রামের মাঠে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির কলাগাছ রাতের আঁধারে কেটে দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় অনলাইন জুয়ার এক এজেন্টসহ দুজনকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)। এ সময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ায় ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন, পাঁচটি সিমকার্ড ও নগদ ১০ হাজার ২৮০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত ১টা ১০ মিনিটের দিকে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রুয়েরকান্দি পশ্চিমপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন রুয়েরকান্দি গ্রামের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে আনোয়ার হোসেন এবং একই এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে হাসান আলী।

র্যাবের লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় কয়েকজন ব্যক্তি স্মার্টফোন ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া পরিচালনা করে আসছেন। বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার প্ল্যাটফর্মে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের লোভ ও রেফারেল জুয়ার লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করছে।

এ তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে আনোয়ার হোসেন ও হাসান আলীকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন, পাঁচটি সিমকার্ড এবং নগদ ১০ হাজার ২৮০ টাকা জব্দ করা হয়।

র্যাব-১২ এর সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬, ১৭, ১৯(১) ও ২৫ ধারায় মামলা করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে দুইবার ফেল, শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর রামিদুজ্জামান টুটুল (১৭) নামে এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা করেছে।

টুটুল পাশের কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার খলিসাকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।
রামিদুজ্জামান টুটুল গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি পশ্চিমপাড়ার মিন্টু হোসেনের ছেলে।

নিহতের দাদা আনিচ উদ্দিন বলেন, “আমি প্রতিদিন মাঠে যাওয়ার আগে

টুটুলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি। আজও সকাল ৬টার দিকে ডাকতে গিয়ে তাকে ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে নামিয়ে দেখা যায়, সে আর বেঁচে নেই।”

প্রতিবেশী জহুরুল ইসলাম বলেন, “টুটুল এমনিতেই খুব ভদ্র ছেলে। গ্রামের কারও সঙ্গে কখনো খারাপ আচরণ করেনি। তবে গত বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। এ বছরও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। এ নিয়ে পরিবারের লোকজন তাকে কিছুটা বকাঝকা করেছিলেন। এরপর সে অভিমান করে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা করছি।”

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই মহাসিন আলী বলেন, “আমাদের পুলিশ ক্যাম্পের কাছেই কোদাইলকাটি পশ্চিমপাড়ায় এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নেবেন।”

গাংনীতে ১৭টি অ্যান্টি-ট্যাংক ও ৭৩টি অ্যান্টি-পার্সন মাইন নিষ্ক্রিয় করলো বোম ডিসপোজাল টিম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রাম থেকে ৯৬টি মাইন উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী দল। এর মধ্যে ৭৯টি এন্টি পার্সোনেল মাইন ও ১৭টি এন্টি ট্যাংক মাইন রয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঘটনাস্থল এসব মাইন উদ্ধার করে বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ির মাথাভাঙা নদীর পাড়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে নিষ্ক্রিয় করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিটের একটি দল। এসময় পুরো এলাকার বিকট শব্দে কেঁপে উঠে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার দুপুরে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী একটি দল বেতবাড়িয়া গ্রামে ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় তিন ঘন্টা শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান শেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উদ্ধার অভিযান শেষ করে। পরে উদ্ধার করা এসব বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম

বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ি গ্রামে অবস্থিত মাথাভাঙা নদী পাড়ে নেওয়া হয়। পরে সেখানে সেনাবাহিনীর চৌকস দল উদ্ধার হওয়া মাইন গুলো নিষ্ক্রিয় করলে বিকট শব্দে এঅঞ্চলের এক কিলোমিটার এলাকা বিকট শব্দে কেপে উঠে। এসব তথ্য নিশ্চিত করে গাংনী থানার ওসি তদন্ত শিমুল বিশ্বাস বলেন আমাদের এই উদ্ধার অভিযান আজকের মত শেষ হয়েছে।

নদীর ওপারের তেকালা গ্রামের আরামত হোসেন জানান, মাইনগুলো যখন বিষ্ফোরণ হচ্ছিল তথন আমাদের ঘর বাড়ি কাঁপছিলো।

উল্লেখ্য -গত শনিবার বেতবাড়িয়া গ্রামের কালু মালিথার একটি পরিত্যক্ত জমিতে মাইনসদৃশ কয়েকটি বস্তু দেখতে পান স্থানীয়রা। বস্তুগুলোর কয়েকটিতে ইংরেজিতে MPI 1967 MINE A/PERS ND P2 MK2 লেখা রয়েছে। ওই দিন বস্তুগুলো কর্ডন করে পাহারা দেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র্যাব, পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরা।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট পাঠানোর জন্য শনিবার পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সদর দপ্তরের বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। পরে যশোর সেনানিবাসে যোগাযোগ করে বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট পাঠানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে জানতে রোববার সন্ধ্যায় যশোর সেনানিবাসের একটি সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলে। সূত্রের তথ্যমতে, সেনানিবাস থেকে একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে একটি টিম সোমবার সকালে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেই টিম আজকের এই অভিযান পরিচালনা করে।

মাথাভাঙা নদী পাড়ের বাসিন্দা বৃদ্ধ জুলেখা খাতুন বলেন,বাবা এটা এতো বিকট শব্দে বিষ্ফোরণ হয়েছে যে আমার মাটির ঘরের দুটি জ্বানলা খুলে পড়ে গেছে। আর ঘর বাড়ি সব কাপছিলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল হক বলেন,আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়

দেখেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এমন মাইন বিভিন্ন জাইগাই পুতে রাখতো। সেগুলো এমন ভাবে মাটির নিচে পুতে রাখা হতো সেগুলো দেখে বোঝার উপাই ছিলো না। এক একটি ছোট মাইন মানেই এক একটি প্রান। আমাদের বামন্দী এলাকার একজন এই ছোট মাইন বিষ্ফোরণে পা ছিন্ন বিছন্ন হয়ে মারা গিয়েছিলো। আর বড় আকারের মাইন গুলো যুদ্ধ ট্রাংক ধ্বংসের জন্য ব্যাবহার হতো। আজকের এই মাইন বিষ্ফোরণ আবার একাত্তরের কথা মনে করিয়ে দিলো।

বামন্দী গ্রামের বাসিন্দা আমজাদ হোসেন বলেন,স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মেলেটারির পেতে রাখা মিনি মাইনে আমার বাবার পা ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে ছিলো। আমি আমার অন্য চাচাদের কাছ থেকে শুনেছি এমন মিনি মাইন অনেক পুতে রেখে ছিলো এই অঞ্চলে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) শিমুল কুমার জানান, গত ৮ আগস্ট শনিবার সকালে বেতবাড়িয়া গ্রামে মাইনসদৃশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে পুরো এলাকা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। পরে মাইন নিষ্ক্রিয়কারী দলকে জানানো হলে আজ যশোর থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। মাটি খুঁড়ে একে একে ১৭টি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন ও ৭৩টি অ্যান্টি-পার্সন মাইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাইনগুলো গ্রামের পার্শ্ববর্তী টকটি নদীর পাড়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

জানা গেছে, বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত আবুল মালিথার ছেলে কাদা মালিথা নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এ সময় তিনি মাটির নিচে ধাতব আকৃতির কয়েকটি বস্তু দেখতে পান। পরে আরও খোঁড়াখুঁড়ি করলে একে একে ৫টি ল্যান্ডমাইনের খালি বক্স উদ্ধার হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরে স্থানীয়রা গাংনী থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে এলাকাটি নিরাপত্তার আওতায় নেয়।

স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন করে এলাকা ঘিরে রাখে।

এসএসসির ফলে মেহেরপুরে শীর্ষে জিনিয়াস-সন্ধানী, সরকারি স্কুলে হতাশা

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে আজ সোমবার।

এবারের ফলাফলে মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিজেদের সাফল্য ধরে রেখেছে। তবে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল তুলনামূলকভাবে হতাশাজনক।

মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৫৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৭৪ জন জিপিএ-৫সহ মোট ১৫৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৯৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১৯ জন জিপিএ-৫সহ ৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

অন্যদিকে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফলে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২২৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৯ জন জিপিএ-৫সহ ১৮৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৩৯ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৬৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২৭ জন জিপিএ-৫সহ ১৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৬৮ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৪ দশমিক ২৪ শতাংশ।

গাংনী সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৫৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২১ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৬৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৭ জন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২৭ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৫৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৮৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২১ জন জিপিএ-৫সহ ১৪২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৪৪ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ জন পাশ করেছে, জিপিএ৫ পেয়েছে ২জন, ফেল করেছে ৩ জন পাশের হার ৯১.৪২ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৬ জন, ফেল করেছে ২২ জন। পাশের হার ৬৯.৮৬ শতাংশ।

ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫ জন। পাশের হার ৮১.৫৭ শতাংশ।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল থেকে ২৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১৮ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার ৭৮.২৩ শতাংশ।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেহেরপুর সদরে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীতে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবারও ভালো ফলাফল ধরে রেখেছে। বিপরীতে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ফলাফল তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।